পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০২১

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক একটি দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকের বুলেটের নিষ্ঠুর আঘাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় দেশে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

শোকাবহ এই দিনে, আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সে হত্যাকাণ্ডে শহিদ হওয়া তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে।

এ বছর একই সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে, যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক দুর্লভ মুহূর্ত। একসাথে দুইটি বিশেষ ঘটনার এ বছরটি, আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি বছর হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতিরই নন, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করে বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন, ঠিক সেই সময় দেশ ও জাতির শত্রু কতিপয় কুচক্রী তাঁকে হত্যা করে দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয়। ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করা হয়, বিদেশস্থ দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করা হয় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে করা হয় প্রতিষ্ঠিত।

১৯৭৫এর ১৫ আগস্টের পর দেশ ও দেশের অর্থনীতি নিমজ্জিত হয় এক গভীর অন্ধকারে- থেমে যায় জাতির পিতার সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথ ধরে, তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ

উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর মতে, অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা মোকাবিলা করছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কাজে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিজেদের নিয়োজিত করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি)